গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
(উন্নয়ন শাখা)
www.rajshahidiv.gov.bd

রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির অক্টোবর/২০২০ মাসের কার্যবিবরণী

সভাপতি : **মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার,** বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

সভার তারিখ ও সময় : ২২ অক্টোবর, ২০২০ খ্রি. সময়: বেলা ১১.৩০ টা

সভার স্থান : বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহীর সম্মেলন কক্ষ (জুম সফ্টওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে)

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভায় উপস্থিত জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ও জুম প্লাটফর্মে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি) গত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শোনান। সভাপতি কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তে কোনো সংশোধনী আছে কিনা জানতে চান। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ :** সভাপতি গত ১৭ আগস্ট, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী আছে কিনা সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	গত ১৭ আগস্ট, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী
২	**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত:** পরিচালক (স্বাস্থ্য) জানান যে, কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বিষয়ে গত ২০ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা হয়েছে। সভায় মন্ত্রী মহোদয় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রতিমাসে ১টি/২টি/৩টি সভা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, আসন্ন শীতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, এখন পূজা চলছে, পূজার সময়, শীতে ওয়াজ-মাহফিল, বিয়ে এবং পলিটিক্যাল কার্যক্রমও বেড়ে যায়। ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির পাওয়ার আশংকা রয়েছে। এ সমস্ত অনুষ্ঠান/কর্মসূচি সীমিত আকারে করার জন্য জনগণকে সচেতন এবং প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করা হয়। সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি অফিসের সামনে "No Mask, No Service (মাস্ক নেই তো সেবা নেই)" ব্যানার টানানোর বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মাস্ক না পড়লে কেউ সেবা পাবে না মর্মে সভায় জানানো হয়। আসন্ন শীতের প্রস্তুতি হিসেবে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে হাসপাতালে রোগীর বেড সংখ্যা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ঔষধপত্রসহ অন্যান্য লজিস্টিক পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা হবে মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন। তিনি আরো বলেন, জেলা হাসপাতালগুলোতে সেন্ট্রাল অক্সিজেনসহ পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি রাজশাহী টি-বাঁধের মতো অন্যান্য জনসমাগম স্থানে মাস্ক না পড়লে ভিতরে প্রবেশ করতে না	১। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও করণীয় সম্পর্কে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিমাসে সভা করতে হবে। ২। জনসমাগম বেশি হয় এমন অনুষ্ঠান/কর্মসূচি সীমিত আকারে করতে হবে। ৩। প্রতিটি অফিসের সামনে "No Mask, No Service (মাস্ক নেই তো সেবা নেই)" ব্যানার টানাতে হবে। ৪। এ বিভাগের জেলা প্রশাসক(সকল), সিভিল সার্জন(সকল), গণপূর্ত বিভাগ, রাজশাহী জোন এর সমন্বয়ে জেলা হাসপাতালগুলোতে পুরাতন সেন্ট্রাল	১। পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ ২। অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ৩। পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৪। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ৫। সিভিল সার্জন (সকল), রাজশাহী বিভাগ ৬। বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	দিতে সভায় পরামর্শ প্রদান করেন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন জানান যে, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর Maintenance Construction এর কাজগুলো তারা করে থাকে। জেলা হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেন সিস্টেম নেটওয়ার্কের কাজ করার মতো তাদের পর্যাপ্ত জনবল রয়েছে। সভাপতি জেলা প্রশাসক(সকল), সিভিল সার্জন(সকল) ও গণপূর্ত বিভাগ, রাজশাহী জোন এর সমন্বয়ে আসন্ন শীতে করোনার সেকেন্ড ওয়েভ বা দ্বিতীয় ঢেউ ঠেকাতে হাই ফ্লো অক্সিজেন ন্যাজাল ক্যানোলা ও সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা রাখা অত্যাবশ্যক। জেলা হাসপাতালগুলোতে পুরাতন সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন সংস্কারের পাশাপাশি নতুন লাইন স্থাপনের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। জেলা প্রশাসক, বগুড়ার এক প্রশ্নের উত্তরে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন জানান যে, বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও গণপূর্তের মধ্যে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম কাজে যেন দ্বৈততা না হয় সে বিষয়টি খেয়াল রেখে কাজ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন জানান যে, এ বিষয়ে নীতিমালা রয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে কাজ করবে গণপূর্ত বিভাগ আর উপজেলা পর্যায়ে কাজ করবে হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় মাস্কের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোস্টার, লিফলেট বিতরণ, মাস্ক পরিধান করা, হাট-বাজার, যানবাহনে অবস্থানকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, বারবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়াসহ জনসচেতনতামূলক বার্তা প্রচারের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অক্সিজেন লাইন সংস্কারের পাশাপাশি নতুন লাইন স্থাপন করতে হবে। ৫। হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেনসহ পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৬। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোস্টার, লিফলেট বিতরণ, মাস্ক পরিধান করা, হাট-বাজার, যানবাহনে অবস্থানকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, বারবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়াসহ জনসচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করতে হবে।	
৩	**অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ সংক্রান্ত:** আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, এ বিভাগের সকল উপজেলা হতে প্রাপ্ত কৃষকদের তালিকা হতে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষক তালিকা অনুযায়ী তাদের নিকট হতে ধান সংগ্রহ/২০২০ সম্পন্ন হয়েছে। বোরো সংগ্রহ/২০২০ মৌসুমে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতমালা, ২০১৭ অনুসরণ করে রাজশাহী বিভাগে ২,৩৯,০৬৭ মে.টন বোরো চালের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৬০,৮৯৯ মে.টন=৬৭.৩০% বোরো চাল এবং ১,৪২,৪৯৫ মে.টন ধানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪০,৬৬৫ মে.টন=২৯% ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। গম সংগ্রহ/২০২০ মৌসুমে রাজশাহী বিভাগে ১২,১৫৩ মে.টন গম ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১,৩৫২ মে.টন গম ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়মূল্য সরাসরি কৃষকদের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রমে কোথাও কোনো অনিয়ম পাওয়া মাত্রই দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ও.এম.এসসহ অন্যান্য খাতে সুষ্ঠুভাবে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে (এপ্রিল/মে/জুন/২০২০) ১ম পর্যায়ে রাজশাহী বিভাগে বিক্রয় কার্যক্রম	১। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ধান/চাল/গম শতভাগ অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। মিলাররা চুক্তি অনুযায়ী ধান/চাল/গম খাদ্য গুদামে না দিলে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত Holding Act অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। বিধি মোতাবেক কৃষকদের তালিকা হতে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষক তালিকা অনুযায়ী তাদের নিকট হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	পরিচালনায় অনিয়মের কারণে ১৯ টি মামলা হয়েছে। জড়িত ৮ জন ডিলার এবং অন্যান্য ১৬ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (সেপ্টেম্বর/অক্টোবর/নভেম্বর/২০২০) ২য় পর্যায়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে চাল বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভাগে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মোট ৭,৭৩,০২৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৭০,৪৮৭ জন উপকারভোগীর তালিকা সংশোধনপূর্বক প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, এ বিভাগে প্রচুর ধান/চাল উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী ধান/চাল সংগ্রহ শতভাগ অর্জিত হয়নি। কারণ সরকারি রেট এর চেয়ে বাজার ধান/চালের দাম বেশি ছিল। এছাড়া মিলাররা যদি চুক্তি অনুযায়ী ধান/চাল খাদ্য গুদামে না দিয়ে বেশি লাভের আশায় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে তাদের নিজেদের মিলে Holding করে রাখে তবে প্রচলিত Holding Act অনুযায়ী তাদের চুক্তি বাতিল করে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে উক্ত ধান/চাল বাজারে আনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
৪	**কৃষি বিভাগ:** অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল সভায় জানান যে, জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে বন্যা শুরু হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ৪টি ধাপে বন্যা হয়েছে। ১ম, ২য় ও ৩য় ধাপের বন্যায় আমনের ক্ষতি না হলেও আউস ধানের ক্ষতি হয়েছে। সর্বশেষ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের বন্যায় আমন ধানসহ অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হয়েছে। ধানের মৌসুম হচ্ছে ৩টি আউস, আমন এবং বোরো। বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এ বিভাগের চলনবিল এলাকা, নওগাঁ জেলার মান্দা, আত্রাই, রাণীনগর উপজেলা ও নাটোর জেলার সিংড়া, গুরুদাসপুর, নলডাঙ্গা এবং রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলায় ফসলের বেশি ক্ষতি হয়েছে। এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি/২০২০-২১ দেয়া হয়েছে। **আউশ আবাদ:** আউশ ধান ১৮০৩৯১ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আবাদ হয়েছে ১৮১৮৭৫ হেক্টর। বন্যায় ৩৭৯৪ হেক্টর ক্ষতি বাদে অর্জিত আবাদ ১৭৮০৮১ হেক্টর। কর্তন ১৭৮০৮১ হেক্টর জমিতে উৎপাদন ৫৪৬৪৯৯ মে.টন, গড় ফলন ৩.০৭ হে/টন অর্জিত হয়েছে। **রোপা আমন আবাদ:** রোপা আমন ধান ৩৯৪৯০০ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আবাদ হয়েছে ৩৯৬২২৫ হেক্টর। রোপা আমন ধান আবাদের প্রধান প্রধান জাত- স্বর্ণা-৪৪.৪%, ব্রিধান৫১-১৫.৩%, ব্রিধান৩৪-৮.৩%, ব্রিধান৪৯-৬.৪%, চিনিআতব-৭.১ এবং অন্যান্য-১৮.৫%। **সারের মজুদ:** মাঠে বিদ্যমান আবাদে সারের কোন সমস্যা হবে না। সারের মজুদ আছে ইউরিয়া ১১০৪৩ মে.টন, টিএসপি ২৪৩৫ মে.টন, ডিএপি ৬৭৬৯ মে.টন এবং এমওপি ৪১৯৬ মে.টন। **রবি ফসলের কার্যক্রম:** রবি ফসলের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রবি/২০২০-২১ মৌসুমের বিভিন্ন ফসল আবাদ, উৎপাদন ও ফলনের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ:- বোরো ধান-৩৫২৮৭৫ হেক্টর, গড় ফলন-৪.৩৫ মে.টন/হে., উৎপাদন-১৫৩৪৪৪৯ মে.টন; গম- ১০২৮২৫হেক্টর, গড় ফলন-৩.৬৬ মে.টন/হে., উৎপাদন- ৩৭৬১৫৮ মে.টন; আলু- ৫৭৬৭৭ হেক্টর, গড় ফলন-২৩.৫৯ মে.টন/হে., উৎপাদন-১৩৬০৪৭৯ মে.টন; সরিষা-৭৮৩০০ হেক্টর, গড় ফলন-১.৪১মে.টন/হে., উৎপাদন- ১১০৫৪৮	১। খাদ্য নিরাপত্তার সহিত পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পুষ্টি বাগান করতে হবে। ২। কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি/২০২০-২১ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ৩। কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষককে লাভজনক, রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ফল চাষাবাদ করতে উৎসাহিতকরণ অব্যাহত রাখতে হবে। ৪। বোরো মৌসুমে সেচযন্ত্রগুলো সচল রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল ৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল ৪। চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী ৫। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	মে.টন; ভূট্টা-৩১৬৭৫ হেক্টর, গড় ফলন-১০.৩৩ মে.টন/হে., উৎপাদন-৩২৭২৫৫ মে.টন; মশুর -৩৪৪০০হেক্টর, গড় ফলন- ১.৪১ মে.টন/হে., উৎপাদন-৪৮৩৭৫ মে.টন; ছোলা -২৪২৫হেক্টর, গড় ফলন-১.৩০ মে.টন/হে., উৎপাদন-৩১৬৩ মে.টন; খেসারি-৭৮৪০হেক্টর, গড় ফলন-১.৩৩ মে.টন/হে., উৎপাদন-১০৩৯৯ মে.টন; মরিচ -২৭৭০ হেক্টর, গড় ফলন-২.০৩ মে.টন/হে., উৎপাদন-৫৬৩০ মে.টন; পেঁয়াজ -২৯৯২০ হেক্টর, গড় ফলন-১০.৫০ মে.টন/হে., উৎপাদন-৩১৪১৬০মে.টন; রসুন-৩১১৬০ হেক্টর, গড় ফলন-৮.৪৩ মে.টন/হে., উৎপাদন-২৬২৫৮৪ মে.টন এবং সবজির-৩৭৮৯০ হেক্টর, গড় ফলন-২৩.৫৬ মে.টন/হে., উৎপাদন- ৮৯২৫০৫ মে.টন। **কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি/২০২০-২১:** অতিবৃষ্টি, বন্যায় ক্ষতিসহ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সুষ্ঠুভাবে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বর্তমান বাজারে সব সবজির দাম বেশি। বিশেষ করে পেঁয়াজের দাম তুলনামূলকভাবে আরো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত আকারে ২০০০ হেক্টর পেঁয়াজ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পেঁয়াজের বীজও পর্যাপ্ত রয়েছে। বাজারে আলুর দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। আলুর আবাদও বৃদ্ধি করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো বলেন রাজশাহী অঞ্চলে ৮৬০৮টি সবজি-পুষ্টি বাগান রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার সহিত পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ বাগান আরো বর্ধিত আকারে করার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ১০০টি কৃষক পরিবারকে সবজি-পুষ্টি বাগান করে দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে। কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষিকে লাভজনক, রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ফল চাষ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সামনে কৃষি মৌসুমে কৃষকদের জন্য সার, বীজ পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। বোরো মৌসুমে সেচযন্ত্রগুলো সচল রাখতে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিএমডিএ, বিএডিসি এর সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।		
৫	**মৎস্য বিভাগ:** সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জেলা প্রশাসক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সহযোগিতায় "মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২০" বাস্তবায়িত হচ্ছে। সাগর এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলা হতে মা ইলিশ শিকার বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা আরো জোরদার করা প্রয়োজন। এ অভিযান চলতি অক্টোবর/২০২০ হতে নভেম্বর/২০২০ পর্যন্ত চলবে। এ সময়টা ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম। মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইন যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বৎসরে সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাস পর্যন্ত ক) মৎস্য সংরক্ষণ আইন-১৯৫০: ১৮৭টি, খ) মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন-২০১০: ২৪টি এবং গ) মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০: ০৬টিসহ মোট ২১৭টি মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করে মোট ২১টি মামলা, ৪,০৩,২০০/- টাকা জরিমানা আদায় এবং ০৩ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষী/খামারিদের প্রণোদনা প্রদানের নিমিত্ত ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীদের তালিকা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৪% সরল সুদে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীদের মাঝে প্রায় ১২,৫৮,৬০০০০ টাকা ঋণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	১। যথাযথভাবে "মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২০" পরিচালনা করতে হবে। ২। মা ইলিশ রক্ষায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। যাচাই-বাছাই পূর্বক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষী/খামারিদেরকে ৪% সরল সুদে ঋণ প্রদান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল),রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬	**সড়ক ও জনপথ বিভাগ সংক্রান্ত:** জেলা প্রশাসক, পাবনা জানান যে, বনপাড়া-দাশুরিয়া-নাটোর রাস্তাটি খুবই খারাপ। এ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন বলেন কোভিড-১৯ ও আরলি বর্ষা, মেটারিয়ালস ক্রাইসিসি প্রভৃতি কারণে বর্ণিত রাস্তার কাজ করা সম্ভব হয়নি। বৃষ্টিপাতের কারণে বিটুমিনাসের কাজ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে সোনা মসজিদ দিয়ে পাথর আমদানি শুরু হয়েছে ১ সপ্তাহ থেকে ১০ দিনের মধ্যে কাজ শুরু হবে। তিনি আরো বলেন, শহরে রাস্তার কাজের জন্য পানি একটি বড় সমস্যা, রাস্তার পাশে গড়ে উঠা দোকান-পাটের কারণে রাস্তার পানি ড্রেনে নামতে পারে না। রাস্তায় পানি জমে থাকার ফলে জনদুর্ভোগ বাড়ে এবং রাস্তার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা সমাধানকল্পে লোকাল প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা প্রয়োজন। জেলা প্রশাসক, জানান যে, বগুড়া জেলার মোকামতলা অংশে রাস্তাটি বেশ খারাপ। এ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোন বলেন মোকামতলা ও জয়পুরহাট জেলার হিলি রাস্তাটি নাভানা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড নাম একটি কোম্পানি কিছু করে দীর্ঘদিন বন্ধ রেখেছিল, পুনরায় শুরু করেছিল, আবার বন্ধ রেখেছে। উক্ত রাস্তার কাজ অক্টোবর/২০২০ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নাভানা কোম্পানিকে নোটিশ দেয়া হয়েছে। বর্ণিত সময়ে কাজ না করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ সভায় জানান যে, রাস্তার মাঝে থাকা বৈদ্যুতিক পোল অপসারণে বিদ্যুৎ বিভাগ বিলম্ব করছে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী বিদ্যুৎ বিভাগ জানান যে, কোভিড-১৯ এর কারণে পোল অপসারণে বিলম্ব হয়েছে। তবে দ্রুত অপসারণ করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	১। বনপাড়া-দাশুরিয়া-নাটোর, বগুড়া জেলার মোকামতলা ও জয়পুরহাট জেলার হিলি রাস্তাসহ অন্যান্য ভাঙ্গা/গর্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২। রাস্তার ড্রেন বন্ধ করে গড়ে উঠা দোকান-পাট উচ্ছেদের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। রাস্তার মাঝে থাকা বৈদ্যুতিক পোল দ্রুত অপসারণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল),রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন। ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন
৭	**পানি উন্নয়ন বোর্ড:** জেলা প্রশাসক, নওগাঁ সভায় জানান যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অনুমতি ব্যতিরেখে এলজিইডি আত্রাই নদীর বেড়িবাঁধ কেটে কালভার্ট/সেতু নির্মাণ করায় বর্ষা মৌসুমে পানির স্রোতে বেড়িবাঁধ দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। এর ফলে নওগাঁ-নাটোরসহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড জানান যে, বেড়িবাঁধের মধ্যে কোনো ধরণের কালভার্ট/সেতু এলাউ না। বাঁধ থেকে কালভার্ট/সেতু অপসারণ করা প্রয়োজন। বেড়িবাঁধের পাশে সেচের জন্য একটি নালাও তৈরি করা হয়েছে। বন্যা ঢেকানোর জন্য বস্তা ফেলে নালাটি বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কালভার্টটি বড় হওয়ায় সেটি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। নওগাঁ জেলার মান্দা, আত্রাই অংশে বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে জনদুর্ভোগ বাড়ছে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড বলেন, বেড়িবাঁধের যে যে জায়গা দুর্বল সেখানে শর্ট প্রজেক্ট নিয়ে মেরামত করা হচ্ছে। সেচ মৌসুমে সেচ ব্যবস্থা সচল রাখার বিষয়েও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনাপূর্বক আত্রাই নদীর বেড়িবাঁধ কেটে নির্মিত কালভার্ট /সেতু অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। নওগাঁ জেলার মান্দা, আত্রাইসহ বেড়িবাঁধের অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত অংশে দ্রুত মেরামত করতে হবে। ৩। সেচ মৌসুমে সেচযন্ত্র ও পাম্পগুলো সচল রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮	**রাজশাহী রেশম উন্নয়ন বোর্ড:** মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী সভায় জানান যে, রাজশাহী সিল্ক বিশ্বে অনন্য। এ মর্যাদা ধরে রাখার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বে রেশম উৎপাদনে রাজশাহী অষ্টম স্থান অর্জন করেছে। রাজশাহী সিল্ক GI Tract (Gastrointestinal Tract) পেয়েছে। রেশমে তৈরি পণ্য আশানুরূপ বিক্রি না হওয়ায় ২০০২ সালে ২টি রেশম কারখানা বন্ধ হয়েছে। বর্তমানে ১টি কারখানার পুরাপুরি মেরামত করা হয়েছে। কারখানাটিতে ৩৮টি রুম রয়েছে। অর্থ অভাবে সবগুলো রুম চালু করা সম্ভব হয়নি। ১৯টি রুম চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রেশর সূতায় তৈরি অনেক ধরণের পণ্য রয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ মার্কেটিং হচ্ছে না। রাজশাহী সিল্ক এদেশের সম্পদ এবং ঐতিহ্য। এ সম্পদ রক্ষা করতে রেশম সূতায় তৈরি পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা প্রয়োজন। রাজশাহী বিভাগের প্রত্যেক জেলায় অবস্থিত ডিশ চ্যানেলগুলোতে রেশম সূতায় তৈরি পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করে প্রচার করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। তিনি আরো বলেন রেশম চাষের সাথে জড়িত আছে গ্রামের দরিদ্র কৃষক। রেশমে তৈরি পণ্যগুলো বাজারজাত করতে পারলে দারিদ্র্য বিমোচনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাজারে অনেক সিল্কের কাপড়ের দোকান রয়েছে, কিন্তু সে কাপড়ে প্রকৃত সিল্ক আছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি রয়েছে। নকল সিল্কের কাপড় বিক্রয়কারী দোকানের বিরুদ্ধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যে সমস্ত দোকান সিল্কের কাপড় হিসেবে বিক্রি করছে, অথচ কাপড়ে প্রকৃত সিল্ক নেই সে সমস্ত দোকানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জোরদার করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সভাপতি রেশম উন্নয়ন বোর্ডকে একজন ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করেন।	১। এ বিভাগের প্রত্যেক জেলার ডিশ চ্যানেলগুলোতে রেশম সূতায় তৈরি পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। বাজারে কাপড়ের দোকানে সিল্কের কাপড় হিসেবে বর্ণিত কাপড়ে প্রকৃত সিল্ক পাওয়া না গেলে মোবাইল কোর্ট আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। নকল সিল্কের কাপড় বিক্রয়কারী দোকানের বিরুদ্ধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪। রেশম উন্নয়ন বোর্ডকে একজন ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
৯	**শিক্ষা বিভাগ:** উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা সভায় জানান যে, সংসদ টিভির মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান কর্মসূচি অব্যাহত আছে এবং উক্ত কর্মসূচি নিয়মিত দেখার জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এমনকি বিষয় ভিত্তিক খাতা তৈরি করে প্রশ্ন তৈরী ও উত্তর লিপিবদ্ধ করারও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময় শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে রিকোভারী প্ল্যান তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ছাত্র/ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অথবা অন্য যেকোন উপায়ে নিয়মিত পাঠের অগ্রগতির বিষয় যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। করোনা প্রার্দুভাবজনিত কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যেতে না পারলেও তাদের লেখাপাড়া যাতে চালু রাখার জন্য সংসদ টিভির মাধ্যমে পাঠদান অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও সভাপতি জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে পাঠদান ও বিদ্যালয় থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বাসায় পাঠানোর বিষয়ে সভায় আলোচনা করেন। শিক্ষার্থীরা বাসা থেকে উত্তরপত্র প্রস্তুত করে বিদ্যালয়ে জমাদানের মাধ্যমে তাদের লোখাপড়া চালু থাকবে বলে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়।	১। সংসদ টিভিসহ জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করা যেতে পারে। ২। বিদ্যালয় থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বাসায় পাঠাতে হবে এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করতে হবে। ৩। সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময় শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে রিকোভারী প্ল্যান তৈরি করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ৩। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১০	**আইবাস এবং এপিএ:** আইবাস (অনলাইনে বেতন নির্ধারণ) এর উপর প্রশিক্ষণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন, আইবাস শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি ক্লাস ওয়ান অফিসার ডিডিও হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু আইবাস সিস্টেম চালু হওয়ার পরে ডিডিও হলেন বিভাগীয় প্রধান। অন্যান্য ক্লাস ওয়ান অফিসারদের বেতনেও বিভাগীয় প্রধান হলেন ডিডিও। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণে রেজিস্ট্রেশন করা আবশ্যক বলে সভায় আলোচনা করা হয়। স্ব-স্ব অফিসের ওয়েব সাইট আপডেট করা অতি জরুরি বলে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ওয়েব সাইট আপডেট না হলে ক্লাস ওয়ান অফিসারসহ স্টাফদের বেতনে সমস্যা হবে। এ বিভাগের সকল দপ্তরকে এপিএ অনুযায়ী টার্গেট ফুলফিল করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। আইবাস (অনলাইনে বেতন নির্ধারণ) এর উপর প্রশিক্ষণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। এ বিভাগের সকল দপ্তরকে এপিএ অনুযায়ী টার্গেট ফুলফিল করতে হবে।	বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ
১১	**পরিসংখ্যান বিভাগ:** যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী জানান যে, জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ উপলক্ষ্যে আগামী মাসে একটি লিস্টিং অপারেশন শুরু হবে। লিস্টিং অপারেশনের পর আরো ২টি সার্ভের কাজ করা হবে। ১টি প্রতিবন্ধী জরিপ এবং অপর টি টাইম ইউজ জরিপ। বর্ণিত কাজে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ উপলক্ষ্যে পরিচালিত অপারেশনে সহযোগিতা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী

অত:পর জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে সভার আলোচনায় স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

Kabir 04/11/2020

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
বিভাগীয় কমিশনার
রাজশাহী
ফোন:০৭২১-৭৭২২৩৩
email:divcomrajshahi@mopa.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪৩.০০০০.০০৮.১৩.০০১.১৯. ১০৪৪

তারিখঃ ১৯ কার্তিক, ১৪২৭ / ০৪ নভেম্বর, ২০২০

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে) প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
২. উপমহা পুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী
৩. মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
৪. মহাব্যবস্থাপক, পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী
৫. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা
৭. চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
৮. প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী
৯. প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সপুরা, রাজশাহী

১০. বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া
১১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন
১৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন
১৪. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৫. বিভাগীয় প্রকৌশলী (ফোন্স), বিটিসিএল, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৭. পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৮. পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৯. জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট
২০. অধিনায়ক, র‍্যাব-৫, রাজশাহী
২১. হাইওয়ে পুলিশ সুপার, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া
২২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী
২৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট
২৪. জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রাজশাহী/পাবনা/বগুড়া
২৫. প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী
২৬. সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী
২৭. অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল
২৮. অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল
২৯. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী
৩০. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী
৩১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
৩২. যুগ্মপরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ
৩৩. যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ
৩৪. পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, নিশিন্দা, উপশহর, বগুড়া
৩৫. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ফারুকী , এস্টেট এন্ড 'ল' অফিসার, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও ,ঢাকা
৩৬. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
৩৭. পরিচালক, বিএসটিআই, নওদাপাড়া, বাইপাস সড়ক, সপুরা, রাজশাহী
৩৮. পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী
৩৯. বিভাগীয় পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, রাজশাহী
৪০. অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
৪১. পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
৪২. উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৪৩. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
৪৪. উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৪৫. উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৪৬. উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৪৭. উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৪৮. যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী
৪৯. আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী
৫০. উপকেন্দ্র প্রধান, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রাজশাহী
৫১. প্রোগ্রাম অফিসার, ইউনিসেফ, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী
৫২. সহকারী কমিশনার (নেজারত ও হিসাব), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৫৩. বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, রাজশাহী (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫৪. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক/রাজস্ব/উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী এর গোপনীয় সহকারী (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

০৪/১১/২০২০

(সানজিদা রিক্তা)
সহকারী কমিশনার
ফোন: +৮৮০৭২১-৭৭০৯১৮
email: acdev_divcom@yahoo.com

রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি

সভার স্থান : বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষ
(জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে)

তারিখ : ২২ অক্টোবর, ২০২০ খ্রি. সময় : বেলা ১১:৩০ টা

ক্রঃ নং	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	ই-মেইল ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১				
২	মো: জিয়াউল হক পরিচালক স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ	dlgdivcomrajshahi@mopa.gov.bd	01712828809	22/10/2020
৩	মো: শাহরিয়াজ জেলা প্রশাসক নাটোর	denatore@mopa.gov.bd	01713201575	
৪	আব্দুল জলিল জেলা প্রশাসক, রাজশাহী			
৫	মো: মঞ্জুরুল হাফিজ জেলা প্রশাসক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ	mmhraju@gmail.com	01710-864747	
৬	মো: জিয়াউল হক জেলা প্রশাসক, বগুড়া	dcbogra@mopa.gov.bd 01713202455		
৭	মো: শরীফুল ইসলাম জেলা প্রশাসক জয়পুরহাট	dcjoypurhat@mopa.gov.bd 01713201500	01713201500	
৮	মো: হারুন-অর-রশীদ জেলা প্রশাসক নওগাঁ	dcnaogaon@mopa.gov.bd		
৯	ড. ফারুক আহাম্মদ জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জ	dcsirajganj@mopa.gov.bd	01733335001	

ক্রঃ নং	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	ই-মেইল ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১০	কবীর মাহমুদ জেলা প্রশাসক, পাবনা	dcpabna@mopa.gov.bd	0171320863	[signature]
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				